শৈলকুপায় অভিযান চালিয়ে ৭৭ পিস অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ

মৎস্য সম্পদ সুরক্ষায় ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অভিযান চালিয়ে ৭৭ পিস অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করেছে উপজেলা মৎস্য দপ্তর।

শনিবার (৩ অক্টোবর) শৈলকুপার কুমার নদের দেবতলা ও দামুকদিয়া ঘাট এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. ইমরান হোসেন। এ সময় শৈলকুপা থানার এসআই তরিকুল ইসলামসহ পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিল।

অভিযানে মোট ৭৭ পিস অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করা হয়। জব্দ করা এসব জালের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪ লাখ টাকা। পরে কবিরপুর নতুন ব্রিজের পাশে জনসম্মুখে জব্দ করা জালগুলো আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. ইমরান হোসেন বলেন, চায়না দুয়ারি জাল মাছের পাশাপাশি বিভিন্ন জলজ প্রাণী ও মাছের পোনা ধ্বংস করছে। মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং নদীর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এ ধরনের অবৈধ জালের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে। কেউ নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার বা বিক্রি করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার ও বিনষ্ট

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালাচাঁদপুর ভৈরব নদ থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করেছে প্রশাসন।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলামের নেতৃত্বে ভৈরব নদীর কালাচাঁদপুর অংশে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে প্রায় দুই হাজার মিটার অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করা হয়। পরে সেখানে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে উদ্ধারকৃত জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

অভিযান চলাকালীন সময়ে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন নাহার আঁখি, সিনিয়র সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেন এবং সদর থানার এসআই উজ্জ্বল হোসেন প্রমুখ।

প্রশাসন জানায়, অবৈধ জাল দিয়ে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে যাতে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যায়।

মুজিবনগরে ভৈরব নদীতে অবৈধ চায়না দুয়াড়ি জাল আটক ও বিনষ্ট

বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে জাটকা বিরোধী/চিংড়ি পুশ/অবৈধ জাল/অবৈধ বাঁধ অপসারণ বিষয়ক মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা করেছে জেলা মৎস্য অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার ভৈরব নদীতে পেতে রাখা অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়াড়ি জালের অপসারণে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমান আদালত।

জেলা মৎস্য অফিসার (ভারপ্রাপ্ত মৎস্য অফিসার মুজিবনগর) মীর মোহাম্মদ জাকির হোসেন এর নেতৃত্বে অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুস সাদাত রত্ন।

এসময় নদীতে পেতে রাখা অবৈধ চায়না দুয়াড়ি জালগুলো অপসারণ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।এ সময় অবৈধ জাল পাতার অপরাধে

একজনকে আটক করে ২০০ টাকার জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

জেলা মৎস্য অফিসার (ভারপ্রাপ্ত মৎস্য অফিসার মুজিবনগর) মীর মোহাম্মদ জাকির হোসেন বলেন, অবৈধ চায়না দুয়ারী এবং কারেন্ট জলের কারণে ভৈরব নদীতে মাছের প্রজনন ও বংশবিস্তারে বিরূপ প্রভাব পড়ছে ওই জালে মাছ বা অন্য কোন প্রাণী প্রবেশ করলেই সে মারা যায় এভাবেই ভৈরব নদীর তে মাছের যে জীববৈচৈত্র বা দেশীয় প্রজাতির মাছের বংশবিস্তার ব্যাপক হারে কমে আসছে। তাই মৎস্য অফিস এইসব অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়াড়ির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে। সেই সাথে মাছের জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে জনগণকেও সচেতন করা হচ্ছে। এই অবৈধ জালের বিরুদ্ধে মৎস্য অফিসের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ভৈরব নদীতে জেলা মৎস্য অফিসের অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন, মুজিবনগর থানার এসআই সজীব এর নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম। উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা মৎস্য অফিসের ক্ষেত্র সহকারী আহসান হাবিব। অফিস সহকারী খালিদ হাসান পলাশ।

ঝিনাইদহ ম্যাজিক জাল ও চায়না দোয়ারি ভস্মিভুত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিভিন্ন নদী ও খালে মৎস্য আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শনিবার দিনব্যাপী উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম শাহিন ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) শারমিন আক্তার সুমির নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়।

এই অভিযানে ঝিনাইদহ সদর সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা গোলাম সরোয়ার পরাগ ও ১৭ ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ১৭ টি টিমসহ মোট ১৯টি অভিযানিক দল গোটা উপজেলায় অভিযান চালিয়ে ১৬ হাজার মিটার দৈর্ঘ্য ১০৭টি চায়না দোয়ারি/ম্যাজিক জাল যার মূল্য ৭ লাখ টাকা ও ৭ টি অবৈধ বাঁধ উচ্ছেদ করে। এ সময় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জব্দকৃত ম্যাজিক জাল ও চায়না দোয়ারি আগুনে ভস্মিভুত করা

হয়।

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা গোলাম সরোয়ার পরাগ মৎস্য বিভাগকে সার্বিক সহযোগীতা করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার ভুমিসহ বাংলাদেশ পুলিশ এবং ১৭ টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, জেলার মৎস্য সম্পদ রক্ষার্থে উপজেলা মৎস্য বিভাগ সম্ভব সব কিছু করবে।